দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 14 JUN 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

বেতন সংকট ॥ শিক্ষক সংকট

৩টি মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিন্ন সমস্যা

রাজশাহী জেলার একটি মহিলা কলেজে সরকারী অনুদানের আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও হঠাৎ করিয়া উহা স্থগিত করায় শিক্ষক-কর্মচারীরা মাসের পর মাস বেতন হইতে বঞ্চিত। বাগেরহাট সরকারী মহিলা কলেজ ও ফরিদপুরের ঈশান বালিকা বিদ্যালয় বিভিন্ন সমস্যা জর্জরিত থাকায় শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে। খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের।

রাজশাহী অফিস ॥ এমপিও (মাস্থলী পেমেন্ট অর্ডার) লইয়া সমস্যায় পড়িয়াছে রাজশাহী জেলার বাঘা থানার আড়ানী মহিলা কলেজ। ১৯৯৫ সালে স্থাপিত অনারাড়ী আলহাজ্ব এরশাদ আলী মহিলা কলেজকে চলতি বৎসর ১লা মার্চ হইতে সরকারী অনুদান প্রদান করা হইবে বলিয়া ১৫ই জানুয়ারী/'৯৮ শিক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে চিঠি আসে। ২৪শে মার্চ/৯৮ শিক্ষা মন্ত্রণালয় আর একটি সংশোধনী আদেশ জারি করিয়া তাহা স্থগিত করিয়া-

(৯ম পৃঃ দ্রঃ)

বেতন সংকট

(৩য় পৃঃ পর)

ছেন। একই সাথে ছাত্রীদের রেজিষ্ট্রেশন ঠিক আছে কিনা তাহা দেখার জন্য জেলা প্রশাসককে মন্ত্রণালয় নির্দেশ প্রেরণ করেন। জেলা প্রশাসক তাঁহার রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাছাড়া শিক্ষা অধিদফতরের হিসাব নিরীক্ষা ও পরিদর্শন শাখা হইতে কলেজের হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। এতদসত্ত্বেও এখন পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় আর কোন যোগাযোগ করে নাই। ফলে কলেজে ইন্টারমিডিয়েট সেকশনের, মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের সর্বমোট ২১ জন শিক্ষক ও সাতজন কর্মচারী রীতিমত হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা মাসের পর মাস বেতন পাইতেছেন না। তাঁহারা এমপিও সংক্রান্ত সরকারী নির্দেশের অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই নির্দেশ আসিয়া আবার স্থগিত ঘোষিত হওয়ায় সকলে বিস্মিত হইয়াছেন।

আলহাজ্ব এরশাদ আলী কলেজ আড়ানী ষ্টেশন রোডে বাজারের পার্শ্বে প্রায় ২ বিঘা ৬০ শতাংশ জমির উপর স্থাপিত হইয়াছে। জমির মূল্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের জন্য স্থানীয় দানশীল ব্যক্তি আলহাজ্ব এরশাদ আলী প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এখানে ছয় কক্ষবিশিষ্ট একটি সেমি পাকা ভবন নির্মাণ করা হইয়াছে। অল্প দিনের মধ্যে এখানে তিনতলা ভবন নির্মাণের প্রস্তুতি চলিতেছে। কলেজটি প্রথমে যাত্রা শুরু করে মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে ১০৯ জন ছাত্রী লইয়া। ইহার মধ্যে ৪৭ জন ১৯৯৭ সালে এইচ এসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। পাস করে ৬ জন ৩ জন প্রথম বিভাগে, ৩ জন দ্বিতীয় বিভাগে। ১৯৯৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিবে সর্বমোট ৫১ জন ছাত্রী। এদিকে প্রথম বর্ষে ছাত্রীর সংখ্যা ৭১ জন। উল্লেখ্য, কলেজটি ১৯৯৬ সালে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে। কলেজ হইতে বলা হইয়াছে, আশেপাশে দশ মাইলের মধ্যে কোন মহিলা কলেজ নাই। অবশ্য পাড়ানীতে একটি ডিগ্রী কলেজ রহিয়াছে।

কলেজের নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশ অপূর্ব। অদূরে ১৯৯৭ সালের জাতীয় শ্রেষ্ঠ প্রাইমারী বিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত আড়ানী মডেল প্রাইমারী স্কুল, আড়ানী মনোমোহিনী হাইস্কুল ও ডিগ্রী কলেজ। কলেজে সমস্যা যে নাই তাহা নয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ সেগুলি কাটাইয়া উঠার চেষ্টা করিতেছেন।

বাগেরহাট ॥ বাগেরহাট সরকারী মহিলা কলেজ নানাবিধ সমস্যার আবর্তে জর্জরিত। সমস্যাগুলির মধ্যে রহিয়াছে, শিক্ষকের অভাব, আবাসিক সমস্যা, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর অভাব এবং ছাত্রী নিবাস। কলেজে ছাত্রী সংখ্যা ৫ শতাধিক। কলেজে ৩৬ জন শিক্ষকের পদ থাকিলেও ১৩টি পদ শূন্য। ইহার মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক ১ জন, সহকারী অধ্যাপক ৭ জন ও প্রভাষক ৫ জনের পদ শূন্য রহিয়াছে। ফলে ছাত্রীদের পড়াশুনার ক্ষতি হইতেছে। এই কলেজে ইসলামী শিক্ষা বিষয় মঞ্জুরি না থাকায় এ বিষয়ে পড়িতে আগ্রহী ছাত্রীরা অন্য কলেজে চলিয়া যায়। ছাত্রী নিবাসের ধারণ ক্ষমতা ৫০ জন হইলেও সেখানে বেশী সংখ্যক ছাত্রীদের কষ্ট করিয়া থাকিতে হয়। ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ছাত্রী নিবাসটি সংস্কার অভাবে জীর্ণ দশা এবং বসবাসের অযোগ্য হইয়াছে। কলেজে শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসিক সমস্যা প্রকট। কলেজের প্রধান ভবনের তৃতীয় তলা ছাদ, দেওয়াল, দরজা-জানালা জীর্ণদশা। সংস্কার না করায় প্লাষ্টার খুলিয়া পড়িতেছে। কলেজ সংলগ্ন পুকুরের এক পার্শ্বে সীমানা প্রাচীর না থাকায় ছাত্রীদের নিরাপত্তার অভাব রহিয়াছে। কলেজ অধ্যক্ষ জানান যে, কলেজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানান হইলেও তেমন কোন কাজ হইতেছে না।

ফরিদপুর : শহরের পুরাতন ঐতিহ্যবাহী ঈশান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের লেখাপড়া বিভিন্ন সমস্যার জন্য ব্যাহত হইতেছে। মোট ১ দশমিক ৮২ একর জমির উপর ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ৪৫০ জন। শ্রেণীকক্ষ, লাইব্রেরী, অডিটোরিয়াম, বেঞ্চ, টেবিল, আলমারি চেয়ার ইত্যাদির অভাবে ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যবহত হইতেছে। বর্তমানে কমপক্ষে ৫০ জোড়া বেঞ্চ ও ১০ খানা চেয়ার দরকার। অফিস রুমের ভবনটি পুরাতন হওয়ায় সিলিং হইতে প্রায়ই প্লাষ্টার খুলিয়া পড়িতেছে। ভবনের জলছাদ না থাকায় এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। কয়েকটি সিলিং ফ্যানের দরকার।